শ্রমিকশ্রেণী এখন : আর্থিক সহায়তা – একটি আলোচনা

আজিম প্রেমজী বিশ্ববিদ্যালয়ের ভারতে ১২টি রাজ্যে করা এক সমীক্ষায় দেখা যাচ্ছে লকডাউন পর্বের ১৩ এপ্রিল থেকে ২০ মে, ২০২০ – এই সময়ের মধ্যেই কাজ হারিয়েছেন ৬৭ শতাংশ শ্রমিক। শহরে ১০ জনের মধ্যে ৮ জন এবং গ্রামে ২০ জনে ৬ জনের কাজ গেছে।

সি এম আই ই (Centre for Monitoring Indian Economy) **১২ মে, ২০২০ তে একটি রিপোর্টে জানাচ্ছে যে শুধু এপ্রিল মাসেই ২০ থেকে ৩০ বছর বয়সীদের মধ্যে ২৪ শতাংশ অর্থাৎ মোট ২ কোটি ৭০ লক্ষ মানুষ কর্মচ্যুত হয়েছেন। আর ৩০ থেকে ৪০ বছর বয়সীদের মধ্যে কাজ হারিয়েছেন ৩ কোটি ৩০ লক্ষ মানুষ (যার ৮৬ শতাংশ পুরুষ)। অকৃষিকাজে যুক্ত শ্রমিকদের সপ্তাহে আয় ২২৪০ টাকা থেকে কমে হয়েছে ২১৪ টাকা অর্থাৎ ৯০ শতাংশ কম। ঠিকা শ্রমিকদের সাপ্তাহিক রোজগার ৮৪০ টাকা থেকে কমে হয়েছে ৪১৫ টাকা। মাসমাইনেতে নিযুক্ত ৫১ শতাংশ শ্রমিক হয় বেতন পাননি, নয়তো বেতন কাটা হয়েছে। ৪৯ শতাংশ পরিবারের হাতে খাবার কেনার টাকা নেই।**

২৭ মে দেশে চতুর্থ দফায় লক ডাউনের প্রাক্কালে প্রধানমন্ত্রী তাঁর ভাষণে দেশবাসীকে আত্মনির্ভর হওয়ার পাঠ দিলেন। আত্মনির্ভরতার 'সংকল্প' নিতে বলা হল সমস্ত ভারতীয়কে। অথচ পরিহাসের বিষয় এটাই যে বর্তমান প্রধানমন্ত্রীর শাসনকালেই দেখা যাচ্ছে সবচেয়ে বেশী বেসরকারিকরণ, রাষ্ট্রায়ত্ব ক্ষেত্রে বিলগ্নীকরণ, বিদেশী বিনিয়োগ বাড়ানো, দেশীয় ক্ষেত্রে ব্যাঙ্ক, বীমা, খনি, এমনকি প্রতিরক্ষার মতো সংবেদনশীল জাতীয় ক্ষেত্রেও বিদেশী পুঁজির নিয়ন্ত্রণ বাড়ানো হ'ল। আম্বানি-আদানিদের মতো একচেটিয়া পুঁজির হাতে নামমাত্র মূল্যে দেশের স্থায়ী সম্পদ তুলে দেওয়া, নীরব মোদি, মেহুল চোক্‌সি, বিজয় মাল্যদের নিয়মবহির্ভূতভাবে ব্যাঙ্ক ঋণ দেওয়া – এসবই দেশবাসী জানেন। এভাবে যারা দেশের মানুষের ও জাতির আত্মনির্ভরতা, আত্মসম্মানকে ভূলুণ্ঠিত করে চলেছে তাদের এই ধরণের ভাষণপাঠে মানুষ আশ্বস্ত হয় না – বিভ্রান্ত হয়।

আত্মনির্ভরতায় গর্বিত হতে চাওয়া দেশবাসীদের একবার শুধু মনে করে দেখতে বলি স্বাধীনতা-পরবর্তীতে ভারতের স্বনির্ভরতার প্রয়াসসমূহ –

১৯৫৪-তে তৈরি হওয়া SAIL, ১৯৫৬ সালে IIT এবং AIIMS, ১৯৫৮য় DRDO, ১৯৬৪তে HAL, ১৯৬৫তে BHEL, ১৯৬৯-এ ISRO এবং ১৯৭৫-এ CCL এবং NTPC, ১৯৮৪তে GAIL, ১৯৯০তে Software Park – এই তালিকা খুব ছোট নয়।

২৭মে, ২০২০ ভারতবর্ষকে নতুন করে আত্মনির্ভরতার শপথ নিতে হচ্ছে কারণ উপরোক্ত সব কটি সংস্থাই বিক্রি হয়ে গেছে তাদের স্বনির্ভর করার প্রয়াসে!

কেউ কেউ বলেন যে বর্তমান কেন্দ্রীয় সরকার নাকি খাদি শিল্পকে অনেক প্রসারিত করেছেন। বাস্তব অভিজ্ঞতা বলে, খাদি-সামগ্রী বিক্রি হয় এমন সব দোকানে আজকাল কোনো সাধারণ মানুষ ঢুকতেও সাহস পান না – হাজার হাজার টাকা মূল্যের জামা-কাপড়-বস্ত্রাদি শোভা পায় সেখানে উচ্চকোটি এবং বিদেশী ক্রেতার অপেক্ষায়।

ভারতের অধিকাংশ মানুষের দৈনন্দিন জীবনধারণের জন্য প্রয়োজনীয় জিনিসপত্রের জোগানদার যে ক্ষুদ্রশিল্প বা স্বনিযুক্তি সংস্থার উৎপাদকেরা এবং বিপণনে যুক্ত ছোট দোকানদার, হকার, কাঁচামাল উৎপাদক কৃষক, মৎস্যজীবী – এদের নিয়ে দেশের যে ৮০ কোটি শ্রমজীবী মানুষ – তাদের স্বনির্ভরতার পাঠ দেবার চেষ্টা করাটাই অপমানজনক। এদের প্রতিদিনের যাপনই এক একটা যুদ্ধ। এইসব মানুষদের প্রতি কেন্দ্র সরকারের কী মনোভাব তা দেশের সমস্ত মানুষই প্রত্যক্ষ করেছেন গোটা লকডাউন পর্ব জুড়ে!

প্রধানমন্ত্রী ভাষণশেষে জানালেন ২০ লক্ষ কোটি টাকার এক বিশেষ তহবিল ঘোষণা করা হচ্ছে কোভিড-১৯ এর পরিপ্রেক্ষিতে যা দেশের অর্থমন্ত্রী বিশদে ব্যাখ্যা করলেন। প্রাথমিকভাবে দেশের অনেক বুদ্ধিজীবী থেকে সাধারণ মানুষ আশ্বস্ত হলেন যে দেরীতে হলেও সরকার জি ডি পি-র ২০-শতাংশ আর্থিক সহায়তা দিচ্ছে যা কিনা বিশ্বের বহু দেশের তুলনায় অনেক বেশী। অবশেষে অর্থমন্ত্রীর ৬-দিন ব্যাপী ধারাবাহিক ঘোষণার পর বোধগম্য হল যে আসলে হকার থেকে কৃষক সবাই ঋণ পাবেন। ক্ষুদ্র, মাঝারি শিল্পমালিক তারাও ঋণ পাবেন। রাজ্যসরকারগুলিও বাড়তি ঋণ পাবেন – কিন্তু সব ঋণই 'শর্তাধীন'। অর্থাৎ সরকার এখানে 'নব্য কিস্তিওয়ালা'র ভূমিকায়। মানুষের দুঃখ-দুর্দশার দিনে তাদের অসহায়তার সুযোগে ঋণের ঝোলা খুলে ধরেছেন!

অনেকেই ভেবেছিলেন যে সরকার এই সংকটকালে উচ্চবিত্তের উপর অতিরিক্ত কর চাপিয়ে সেই উদ্বৃত্ত অর্থ শ্রমজীবী মানুষদের বিশেষ অনুদান হিসেবে দেবেন। দেশ-বিদেশের বেশ কিছু অর্থনীতিবিদ ও ব্যাঙ্ক বিশেষজ্ঞ প্রস্তাব দিয়েছিলেন, দরকার হলে টাকা ছাপিয়ে দেশের এই নিরন্ন মানুষগুলোকে মাথাপিছু কিছু থোক টাকা নগদে দেওয়া হোক, শুধুমাত্র চাল-ডাল-আটা দিলেই সমস্যা মিটবে না। এর ফলে মুদ্রাস্ফীতি সামান্য কিছু বাড়লেও এই কাজটা অতীব জরুরী। আর এমনটা তো নয় যে সরকার টাকা ছাপায় না। দেড় লক্ষ কোটি টাকা তারা নিজেদের প্রয়োজনে ছাপিয়েছেন। আর শিল্পসংস্থার মালিকদের টাকা দিলেই কর্মী-শ্রমিকদের হাতে তা মজুরী বা অন্য সহায়তা হিসেবে পৌঁছবে তা নিশ্চিত করে বলা যায় না। জানা গেছে লকডাউনের আগে যে কাজ করেছেন তার মজুরি আজও পাননি প্রায় ৯১ শতাংশ কর্মী।

অর্থমন্ত্রী ঘোষণা করেছেন পি এফ খাতে আগামী তিন মাস কর্মী ও নিয়োগকর্তা উভয়ের কাছ থেকেই বেতনের ১২ শতাংশের বদলে ১০ শতাংশ করে কাটা হবে যাতে শ্রমিক/কর্মীরা এই ২ শতাংশ টাকা নগদে হাতে পান। কিন্তু মালিকদের দেয় ২ শতাংশের কী হবে – সেটাও শ্রমিকরা হাতে পাবেন, নাকি পরে মালিকরা পি এফ -এ জমা দেবেন, নাকি এই টাকাটা মালিকদের নিজস্ব ফান্ডে ঢুকবে সে ব্যাপারে সুস্পষ্ট কোনো ব্যাখ্যা নেই। শ্রমিক/কর্মীর নিজের মেহনতের টাকা তাদেরকেই দিয়ে সরকার মাছের তেলে মাছ ভাজছেন। অথচ তাদের কাছে পি এফ ফান্ডে প্রায় তিন লক্ষ কোটি টাকা দাবীদারহীন হয়ে পড়ে আছে, যা এই সময়ে পরিযায়ী ও অন্য শ্রমিকদের জন্য ব্যয় করা যেত।

বিশ্বের বিভিন্ন দেশের সঙ্গে বিভিন্ন বিষয়ে আমাদের দেশের তুলনামূলক নানারকম আলোচনা আজকাল সর্বত্র ভেসে বেড়ায়। বিশেষতঃ বর্তমানে দক্ষ কুশলী নেতৃত্বে এই দেশ কতটা উন্নত উৎকৃষ্ট জায়গায় পৌঁছেছে, কোন কোন দেশকে পেছনে ফেলে দিয়েছে ... এবং ইত্যাদি। এই পরিমাণ অনুপ্রেরণা আর অগ্রগতির গুঁতোয় সবকিছু কেমন গুলিয়ে যায়।

> সম্প্রতি প্রকাশিত বিশ্বব্যাঙ্কের কোভিড-১৯ আক্রান্ত বিশ্বে সামাজিক সুরক্ষা সংক্রান্ত এক রিপোর্টে জানা যাচ্ছে আফ্রিকা ছাড়া প্রায় ৪৫টি দেশ সামাজিক সুরক্ষা কর্মসূচী নিয়েছে। এর মধ্যে ৩০টি দেশ সরাসরি ব্যাঙ্ক অ্যাকাউন্টে নগদ টাকা জমা দিয়েছে যার মধ্যে ভারতে মাহিলাদের জন-ধন অ্যাকাউন্টে ৫০০ টাকা করে জমা দেওয়া হয়েছে। ১১টি দেশ বেতনে ভর্তুকি (wage subsidy) দিয়েছে, ১০টি দেশ বেতন সহ অসুস্থতাজনিত ছুটি দিয়েছে। বলিভিয়া, পেরু, ইরান এবং ভারত খাদ্য রেশন দিয়েছে। হংকং, সিঙ্গাপুর, তাইওয়ান এবং সিয়াটল ফুড ভাউচার দিয়েছে। অস্ট্রেলিয়া, ডেনমার্ক বেতনের ৭৫ শতাংশ দিয়েছে, ইতালিতে ৯ সপ্তাহের বেতনের ৮০ শতাংশ নগদে দেওয়া হয়েছে। নিউজিল্যান্ড, পোল্যান্ড, দক্ষিণ কোরিয়া, থাইল্যান্ড, তুর্কি, উজবেকিস্তান, আয়ারল্যান্ড, ইংলন্ড, কানাডা, নিউ আয়ারল্যান্ড – এসব দেশে সরকার ৭০ থেকে ৮৫ শতাংশ পর্যন্ত বেতনের অর্থ ভর্তুকি বাবদ দিয়েছেন। আমেরিকা কাজ হারানো মানুষদের নগদ অর্থসাহায্য দিয়েছে পরিবারের প্রতি সদস্যের জন্য মাথাপিছু হারে।
>
> [Report – Social Protection and Job Responses to Covid-19 – A Real time Review of country measure].

কেন্দ্রের সরকার সারা দেশে রেশনে গণবন্টন ব্যবস্থাকে কম্প্যুটারাইজড করতে চাইছেন – ভালো কথা। কিন্তু রাজ্য সরকারকে সময়সীমা বেঁধে দেওয়া এবং তার মধ্যে কাজ শেষ করতে পারলে তবেই অতিরিক্ত ঋণ পাওয়া যাবে এমন শর্ত দেওয়া কোনো ভাবেই মানা যায় না। সংবিধানগতভাবেই রেশন ব্যবস্থা যথাযথ কার্যকরী করা কেন্দ্র ও রাজ্যের যৌথ দায়িত্ব। কেন্দ্রীয় সরকার ইচ্ছেমতো এ'দায় কাঁধ থেকে ঝেড়ে ফেলতে পারে না।

যে সরকার আগাপাশতলা সশস্ত্র শাসনকে করায়ত্ত্ব করেও, অবাধ ক্ষমতার অধিকারী হয়েও দেশের চলমান কয়েক কোটি পরিযায়ী শ্রমিককে খাদ্য, আশ্রয়, চিকিৎসার ন্যূনতম ভরসা দিতে সক্ষম নয় – সে সারা দেশের সব ক্ষমতা কুক্ষিগত করলেই যে সমস্ত নাগরিককে অন্ন-বস্ত্র-বাসস্থান জোগাতে সক্ষম হবে এটা ভেবে নেওয়াই কষ্টকল্পনা।

আর আত্মনির্ভরতার প্রথম পাঠই তো হল স্ব-অভিমান, আত্মসম্মান। জীবন মৃত্যুর ঝুঁকি নিয়ে সারা দেশের বিভিন্ন প্রান্তের অদম্য সাহসী সব মানুষ স্রেফ নিজের ওপর ভরসা করে শহর থেকে গ্রামে ফিরে যাচ্ছেন – এ দৃশ্য চাক্ষুষ করার পরও কি কাউকে আত্মনির্ভরতার পাঠ দিতে হয়!!

কলকাতা, ১ জুন, ২০২০

যোগাযোগ : 9831172060
nagarikmancha@gmail.com